তারিখ 28 OCT 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 2

প্রথম আলো

সাত দিনের মাথায় শিক্ষা আইনের খসড়া প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

চূড়ান্ত না করেই প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের খসড়া মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে দেওয়ায় সমালোচনার মুখে সাত দিনের মাথায় গতকাল মঙ্গলবার সেটি প্রত্যাহার করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এখন সেটি চূড়ান্ত করে আবার মতামত চাওয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান গতকাল মঙ্গলবার *প্রথম আলোকে* বলেন, চূড়ান্ত না করে এবং তাঁদের না জানিয়ে দায়িত্বরত কর্মকর্তারা খসড়াটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেন।

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী তাঁর মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দেওয়া এক নির্দেশনাপত্রে বলেছেন, এখন থেকে তাঁকে না জানিয়ে কোনো বিষয় ওয়েবসাইটে দেওয়া যাবে না। একই সঙ্গে তাঁকে না জানিয়ে কোনো বদলি বা পদোন্নতিও দেওয়া যাবে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, মতামত নিতে চূড়ান্ত খসড়াটি ওয়েবসাইটে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তবে চূড়ান্ত না করে একেবারে প্রাথমিক খসড়াটি গত বুধবার মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়। ওই খসড়ায় প্রশ্ন ফাঁস করলে চার বছরের কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখার কথা বলা হয়। কিন্তু এটি প্রচলিত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ায় এ নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়। কারণ, প্রচলিত আইনে প্রশ্ন ফাঁসের সর্বোচ্চ সাজা ১০ বছরের কারাদণ্ড। মূলত এ নিয়েই সমালোচনা হয়। খসড়াটি প্রত্যাহারের পেছনে এটি কারণ।

মন্ত্রীকে না জানিয়ে কোনো বিষয় ওয়েবসাইটে দেওয়া, বদলি বা পদোন্নতিও দেওয়া যাবে না

মন্ত্রণালয়ের শীর্ষপর্যায়ের একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রশ্ন ফাঁসের জন্য আলাদা আইন আছে। শিক্ষা আইনে সাজার বিষয়টি থাকার কথা নয়। এ আইনে শুধু বলা থাকবে, এই অপরাধের সাজা প্রচলিত আইনে হবে। কিন্তু সাজার মেয়াদ উল্লেখ করে খসড়া ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষানীতির প্রায় পুরো বিষয় প্রাথমিক খসড়ায় তুলে দেওয়া হয়েছে। খসড়ায় এত কথা বলার কোনো মানে নেই। তিনি বলেন, আগের সময় অনুযায়ী ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত মতামত দেওয়ার কথা ছিল। এখন ২৯ অক্টোবর সভা করে শিক্ষা আইনসহ আরও কয়েকটি প্রস্তাবিত আইনের খসড়া চূড়ান্ত করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, খসড়াটি চূড়ান্ত করে সবার মতামত নেওয়া হবে। এ জন্য প্রত্যাহার করা হয়েছে। নির্দেশনা জারির বিষয়টিও তিনি নিশ্চিত করেন।

শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, খসড়াটি যে ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে, তা শিক্ষামন্ত্রীকে অবহিত করা হয়নি। খসড়ায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাজার বিষয় নিয়ে গণমাধ্যম থেকে ফোন করে তাঁর কাছে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বিষয়টি অবগত হন। এরপরই তিনি তা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন।

এ বিষয়ে শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁকেও না জানিয়ে খসড়াটি ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁকে না জানিয়েই প্রত্যাহারও করা হয়েছে।